

# ইসলামী আকীদার নামসমূহ

2

## ১. الفقه الاكبر (আল- ফিকহুল আকবার)

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি আকীদা বিষয়ে রচিত তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম লিখেছেন আল ফিকহুল আকবার। সম্ভবত এটিই আকীদা'র প্রাচীনতম কিতাব।

ফিকহ শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। কোরআন- হাদিসের আলোকে ইসলামের বিধি বিধানের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে ফিকহ বলা হয়। কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে বিশ্বাসের বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের গুরুত্ব বোঝাতে সম্ভবত তিনি এ বিষয়ক জ্ঞানকে আকবর বা শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান বলে অভিহিত করেন। কুরআন সুন্নাহর আলোকে

ইসলামী আকীদা পৃ: ২৭

## ২. الايمان (আল-ঈমান)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ধর্ম বিশ্বাস বোঝাতে একটি পরিভাষা ব্যবহার করতেন। আর তা হলো ঈমান। সুতরাং আমরা ঈমান সম্পর্কে এখন জানব।

الايمان শব্দের আভিধানিক অর্থ:

الايمان শব্দটি امن ধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ অনেকগুলো: আন্তরিক বিশ্বাস, আনুগত্য করা, নির্ভর করা, অবনত হওয়া, প্রশান্তি লাভ করা, স্বীকৃতি দেয়া ইত্যাদি।

১.ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন-

الايمان هو العمل بالمamورات والاجتناب عن جميع المنهيات

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সকল আদিষ্ট বিষয়াবলীর উপর আমল ও সকল নিষিদ্ধ বিষয়াবলী পরিহার করাকে ঈমান বলা হয়।

২.ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন

الايمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ما جاء به

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন সব কিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করাকে ঈমান বলা হয়। আক্বীদাতুত ত্বাহবী বাংলা, ইসলামিয়া কুতুবখানা পৃ: ৮

৩.জমহুর ওলামাদের মতে-

الايمان هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى والاقرار به

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনিত সকল বিষয়াবলীর সত্যায়ন করা ও তা মৌখিক স্বীকার করাকে ঈমান বলা হয়। আক্বীদাতুত ত্বাহবী বাংলা, ইসলামিয়া কুতুবখানা পৃ: ৮

### ৩. العقيدة (আল-আকীদা)

ধর্ম বিষয়ক প্রসিদ্ধতম পরিভাষা আকীদা। হিজরী চতুর্থ শতকের আগে এই শব্দটি প্রয়োগ তেমন প্রসিদ্ধ ছিলো না। চতুর্থ হিজরী শতক থেকে এ পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করে। পরবর্তী যুগে এটিই একমাত্র পরিভাষায় পরিণত হয়।

আকীদার শাব্দিক অর্থ:

العقيدة শব্দটি عقد মূল ধাতু হতে সংগৃহীত। এর মূল অর্থ বন্ধন করা, গিরা দেয়া, জমাট হওয়া, চুক্তি করা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, শক্ত হওয়া ইত্যাদি।

আকীদার পারিভাষিক অর্থ:

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আকীদা'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন-

العقائد هي الخصال التي اخذ الناس و يقيم عليها

অর্থাৎ আকীদা মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে বলা হয়, যা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে এবং তার ওপর জান-প্রাণ দিতে অটল থাকে। আকিদাতুত তাহাবী বাংলা, ইসলামিয়া কুতুবখানা পৃ: ৫

## 8. التوحيد (আত-তাওহীদ)

ইসলামী ঈমান বা বিশ্বাসকে অনেক সময় তাওহীদ বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এই বিষয়ক জ্ঞানকে ইলমুত তাওহীদ বা তাওহীদের জ্ঞান বলা হয়। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ আল ফিকহুল আকবার গ্রন্থের ইলমুল আকীদাকে ইলমুত তাওহীদ নামে অভিহিত করেছেন। ঈমানের অন্য সকল বিষয় তাওহীদ এর সাথে জড়িত ও তাওহীদেরই অংশ। এ জন্যই ইমাম আবু হানীফা রাহ. ইলমুল আকীদাকে বুঝাতে ইলমুত তাওহীদ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এ পরিভাষাটিও দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে।

তাওহীদ- এর শাব্দিক অর্থ:

(جَعَلَ الشَّيْءَ وَاحِدًا) অর্থাৎ কোন কিছুকে একক হিসেবে নির্ধারণ করা।

তাওহীদ এর পারিভাষিক অর্থ:

اعتقاد وحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته و افعاله ليس كمثله شيء و افراده بالعبادة

অর্থাৎ আসমান ও জমিন সহ এর ভেতর ও বাইরের জানা-অজানা সকল সৃষ্টির একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করা। আল মাখদাল ইলা দিরাসাতিল আকিদা

## তাওহীদের গুরুত্ব

মুসলিমদের জন্য তাওহীদ বা একত্ববাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই তাওহীদের পরিগুচ্ছি ছাড়া কেউ মুসলিম হতে পারে না। প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন অকার্যকর, তেমনি বিশুদ্ধ তাওহীদ ছাড়া আমলও অকার্যকর। তাই ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে মুক্তির জন্য তাওহীদের আকীদা পোষণ করা আমাদের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নে কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর আলোকে আকাইদ ও তাওহীদের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

১. মহান আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসুলগণকে পাঠিয়েছেন তাঁর একত্ববাদের দিকে আহবান করার জন্য।

যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

‘আপনার পূর্বে আমি যে রাসুলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত করো।’ সূরা আশ্বিয়া : ২৫

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে সর্বপ্রথম মানুষকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানানোর শিক্ষা দেন। যেমন, মুয়ায (রা.)-কে ইয়ামেনের গভর্ণর করে পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছিলেন :

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

অর্থ: সেখানের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর রাসূল'- এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দিবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতিদিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর সাদকা (জাকাত) ফরজ করেছেন। তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পদশালীদের নিকট থেকে (জাকাত) উসুল করে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হবে।' সহিহ বুখারি : ১৩১০ ই.ফা



## ৫. السنة ( আস-সুন্নাহ )

হিজরী তৃতীয় শতকে ইসলামী আকীদা ও এ বিষয়ক মূলনীতি বোঝাতে উক্ত শব্দটির ব্যাপক পরিচিতি ঘটে। সুন্নত বলা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শ ও তাঁর সাহাবাদের আদর্শকে। যেহেতু হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর দিকে নতুন মুসলিমগণ ইসলাম গ্রহণ করে নিজস্ব মত ও যুক্তি দিয়ে সাহাবাদের সুন্নত বের করতে থাকলো। তাই সে যুগের ইমামগণ আস-সুন্নাহ নামক আকীদা বিষয়ক অনেক গ্রন্থ লেখেন এবং ‘আস-সুন্নাহ’ শব্দকে আকীদা বিষয়ক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেন।

**সুন্নাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ :**

সুন্নাহ (السنة) শব্দটি سن - يسن থেকে ক্রিয়ামূল। যার অর্থ পথ, তরীকা বা পন্থা, পদ্ধতি, রীতিনীতি, হুকুম ইত্যাদি।

**পবিত্র কুরআনে সুন্নাহ শব্দের ব্যবহার :**

সুন্নাহ শব্দ পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

যথা - ১. নিয়ম:

سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قُبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

অর্থ : আপনার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল। আপনি আমার নিয়মে কোন ব্যতিক্রম পাবেন না। এ আয়াতে সুন্নাহ শব্দটি ‘নিয়ম’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা ইসরা: ৭৭



## ২. রীতিনীতি, যথা ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا

অর্থ : হেদায়েত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অথবা কখন আসবে তাদের কাছে আযাব সামনাসামনি। সূরা কাহফ: ৫৫

এ আয়াতে সুন্নাহ শব্দটি “রীতিনীতি” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

## ৩. বিধান, যথা ইরশাদ হয়েছে:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

অর্থ : আল্লাহ নবীর জন্যে যা নির্ধারণ করেন, তাতে তাঁর কোন বাঁধা নাই। পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত। সূরা আহযাব: ৩৮

## সুন্নাহ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. قاموس المصطلحات -এর গ্রন্থকার বলেন-

السنة في الشراء الطريقة السلوكية في الدين

অর্থঃ ইসলাম ধর্মের অনুসৃত পন্থাই সুন্নাহ।

২. ইমাম রাগেব ইম্পহানী রহ. বলেন, সুন্নত বলতে সে পথ ও পদ্ধতি বুঝায় যা নবী করিম সা. বেছে নিতেন ও অবলম্বন করে চলতেন। এটা কখনো হাদিস শব্দের সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়।

এ অর্থেই বলা হয়- قد ورد بذلك السنة অর্থাৎ এ ব্যাপারে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

৩. শাইখ আবদুল আযীয রহ. বলেন, সুন্নাহ শব্দটি দ্বারা নবী সা.-এর কথা ও কাজ বুঝায় এবং এটা নবী ও সাহাবীদের অনুসৃত বাস্তব কর্মনীতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

৪. কোন কোন হাদিস বিশারদ সুন্নাহ শব্দটি হাদিসে খবর-এর সমার্থক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আকিদাতুত তাহাবী বাংলা, ইসলামিয়া কুতুবখানা পৃ:৭, কাশফুল বারী

## হাদিসে সুন্নাহ শব্দের ব্যবহার :

সহিহ মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

عن عبد الله قال من سره أن يلقي الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا

المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتي به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف (مسلم)

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আগামীকাল (কিয়ামতের দিন) পূর্ণ মুসলিম হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে ভালবাসে, সে যেন এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের (জামাতের) প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে যেখানে আযান দেয়া হয়। কেননা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নবীর জন্য ‘সুনানে হুদা’ নির্ধারণ করেছেন। আর এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সুনানে হুদারই অন্তর্ভুক্ত যদি তোমরা তোমাদের ঘরে-বাড়িতে নামাজ আদায় কর, যেভাবে এ জামাত বরখেলাফকারী তার ঘরে আদায় করে, তা হলে তোমরা নবীর সুন্নত ত্যাগ করলে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত ত্যাগ কর তা হলে নিশ্চয়ই গোমরাহ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি উত্তমরূপে পবিত্রতা লাভ করে মসজিদের দিকে গমন করে, তাহলে তার প্রত্যেক কদমেই তার জন্য আল্লাহ তায়ালা একটি নেকি নির্ধারণ করেন এবং এর দ্বারা তার একটি মর্যাদা উন্নত করেন, এ ছাড়াও তা দ্বারা একটি গুণাহও মার্জনা করে দেন। আমি তাদেরকে দেখেছি (সাহাবাহগণ) কখনও জামাত ত্যাগ করেন নি। জামাত ছাড়ে কেবল প্রকাশ্য মুনাফিকরাই। নিশ্চয়ই এরূপ লোকও দেখা যেত যাকে দুই ব্যক্তির মধ্যখানে তাদের গায়ে ভর দিয়ে মসজিদে আনা হতো, যাতে তাকে নামাজের কাতারে দাঁড় করানো যায়। মুসলিম, ১৩৬৩

এ হাদিসে সুন্নাহ শব্দটি রাসুল সা. এর অনুসৃত নীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

## উসূলুদ্দীন اصول الدین. ৬

কোন কোন আলেম হিজরী চতুর্থ শতকের পর উক্ত পরিভাষাটি আকীদা বোঝাতে ব্যবহার করেন। তাদের মধ্যে আল্লামা আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাইল আশ-শায়ারী উল্লেখযোগ্য। তিনি الابانة عن اصول الديانة নামক একটি গ্রন্থও লিখেন। আকিদাতুত তাহাবী বাংলা, ইসলামিয়া কুতুবখানা পৃ:৭

### উসূল শব্দের আভিধানিক অর্থ:

যার উপর অন্য কিছু ভিত্তি করা হয়। যেমন, গাছের শিকড়।

### উসূল শব্দের পারিভাষিক অর্থ:

الاعتقادات العملية التي تبني عليها العبادات العملية

জ্ঞানগত বিশ্বাস সমূহ যার উপর কর্মগত বিশ্বাসসমূহের ভিত্তি তোলা হয়। আল মাদখাল ইলা দিরাসাতিল আকিদা

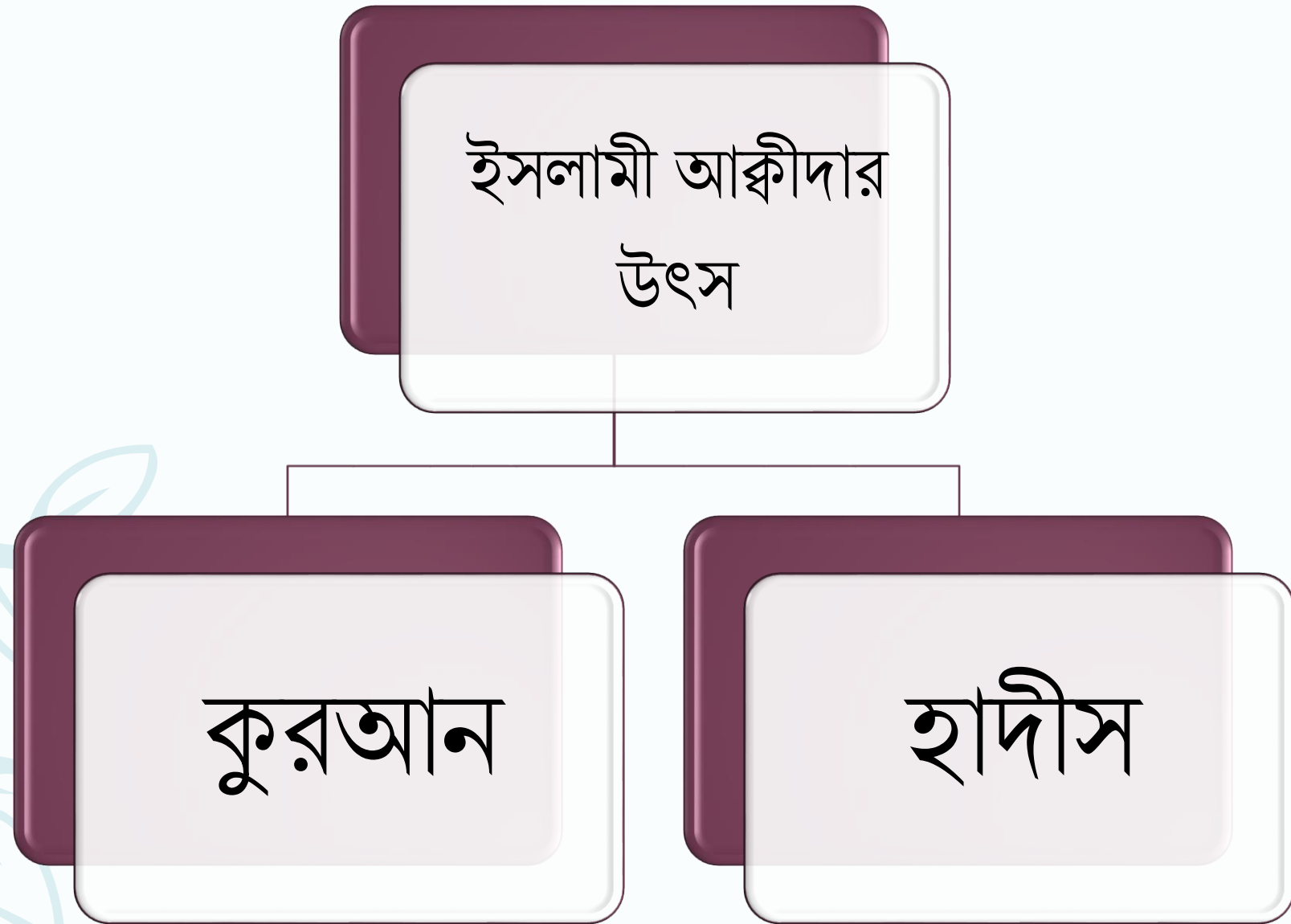
### ৭. الشريعة (আশ শরীয়াহ)

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে উক্ত পরিভাষাটি আকীদা বিষয়ক পরিভাষা হিসেবে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল আজুরী রহ. আকীদা বিষয়ক 'আশ শরীয়াহ' নামক গ্রন্থও লিখেন। 'শরীয়ত' বা 'শরীয়াহ' অর্থ নদীর ঘাট, জলাশয়ে পানি পানের স্থান, পথ ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় 'শরীয়াহ' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি অর্থ ধর্ম বিশ্বাস বা বিশ্বাস বিষয়ক মূলনীতি সমূহ। আকিদাতুত তাহাবী বাংলা, ইসলামিয়া কুতুবখানা পৃ:৭, আল ফিকহুল আকবার

## ৮. علم الكلام ইলমুল কালাম

ইসলামী আকীদা বিষয়ক আলোচনা বা গবেষণাকে অনেক সময়ে ইলমুল কালাম পরিভাষায় আখ্যা দেয়া হতো। ধর্ম বিষয়ে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যাকেই ইলমুল কালাম হিসেবে বোঝানো হয়।

আহমদ আমিন রহ. বলেন, 'ইলমুল কালাম' মূলত মুতাজিলা সম্প্রদায়ের সৃষ্ট। আব্বাসীয় খিলাফত যুগে সম্ভবত আল মামুনের শাসনকালে এর উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করে। এর পূর্বে এ বিষয়ক পরিভাষা الفقه বা الدين ছিল। আল্লামা শিবলী নোমানী রহ. বলেন, আব্বাসীয় যুগে খলিফাদের যুগ পর্যন্ত এটা ইলমুল কালাম নামে অভিহিত ছিল না। কিন্তু যখন মামুনুর রশিদের যুগে মুতাজিলা সম্প্রদায় দর্শনশাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করে এবং দার্শনিক মনোবৃত্তি নিয়ে এই শাস্ত্রের গ্রন্থাদি রচনা শুরু করে তখন তারা এর নাম 'ইলমুল কালাম' রাখেন। আকিদাতুত তাহাবী বাংলা, ইসলামিয়া কুতুবখানা পৃ: ৭





আকীদার উৎস: সাহাবীগণ, তাদের অনুসারী তাবেয়ীগণ, চার ইমাম ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদার একমাত্র উৎস **ওহী**। কারণ আকীদা বা বিশ্বাস অদৃশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। আর অদৃশ্য বিষয়ে চূড়ান্ত ও সঠিক তথ্য শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ওহীর মাধ্যমেই জানা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুই প্রকারের ওহী প্রেরিত হয়েছে এবং দুইভাবে সংরক্ষিত হয়েছে: কিতাব বা কুরআন ও হিকমাহ বা হাদীস।

**কুরআন:** কুরআন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবেই তিনি ও সাহাবীগণ মুখস্থ করেছেন।

প্রতিদিন সালাতে পাঠ করেছেন, রাতের সালাতে এবং নিয়মিত তেলাওয়াতে খতম করেছেন। এভাবে সাহাবীগণের যুগ থেকে অগণিত অসংখ্য মুসলিম কুরআন মুখস্থ ও তিলাওয়াতের মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন। **কুরআনই, ঈমান, বিশ্বাস বা আকীদার মূল ভিত্তি।**

**হাদীস:** দ্বিতীয় প্রকারের ওহী "**আল-হিকমাহ**" বা **প্রজ্ঞা**। কুরআনের ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যে শিক্ষা, তথ্য ও জ্ঞান প্রদান করেন তিনি তা নিজের ভাষায় সাহাবীগণকে শিক্ষা দেন। তার এই শিক্ষা "হাদিস" নামে সংকলিত হয়েছে। **হাদিসই ইসলামী আকীদার দ্বিতীয় ভিত্তি ও উৎস।**

আংশিক, আল ফিকহুল আকবার, অনুবাদ : খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ